বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)

গাংনী, মেহেরপুর

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত মেহেরপুর জেলাধীন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পলাশীপাড়া গ্রামে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি নামের প্রতিষ্ঠানটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কতিপয় উৎসাহী যুবক ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন ১) মোঃ নজরুল ইসলাম (সভাপতি), ২) মোঃ সুজাউদ্দীন (সহ-সভাপতি), ৩) মুহঃ মোশাররফ হোসেন (সম্পাদক), ৪) মোঃ এমদাদুল হক (কোষাধ্যক্ষ), ৫) মোঃ রুস্তম আলী (চাঁদা আদায়কারী), ৬) মোঃ আব্দুল আজিজ (লাইব্রেরীয়ান), ৭) মোঃ জহির উদ্দীন (সদস্য), ৮) মোঃ আব্দুল জলিল (সদস্য), ৯) মোঃ আবুল হোসেন (সদস্য), ১০) মোঃ দৌলাত হোসেন (সদস্য), ১১) মোঃ বাবুর আলী (সদস্য), ১২) মোঃ দাউদ হোসেন (সদস্য), ১৩) মোঃ নফর উদ্দীন (সদস্য), ১৪) মোঃ গোলাম হোসেন (সদস্য), ১৫) মোঃ আইন উদ্দীন (সদস্য) ও ১৬) মোঃ মোশারেফ হোসেন (সদস্য)। অনুন্নত ও সমস্যা জর্জরিত এলাকার অশিক্ষা, বাল্য বিবাহ এবং অধিক জনসংখ্যা রোধের চেতনা থেকে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ক্লাবের কোন নিজস্ব অফিস ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মুহঃ মোশাররফ হোসেন-এর পড়ার ঘরে দেয়াল আলমারীতে সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে লাইব্রেরীর কাজ শুরু হয়।

১৯৭৫ সালে জনাব ফরমান আলী তাঁর বাড়ী সংলগ্ন জমিতে একটি অফিস ঘর করে ক্লাবটি পরিচালনা করার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দেন। সদস্যগণ সকলে কায়িক পরিশ্রম করে সেখানে একটি মাটির দেয়াল দিয়ে খড়ের ঘর তৈরী করেন। লাইব্রেরীর বই পড়ার লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে ১৯৭৫ সালে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী শুরু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৬ সালে ২০শে আগস্ট সমাজ সেবা দপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। এতে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়ে যায়। ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য তখন ছিলেন বাল্য বিবাহের শিকার। তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুভব করে পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরে যোগাযোগ করে নিজেরা ক্লায়েন্ট হন এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সংগ্রহ করে একান্ত নিজের লোকদের কাছে বিতরণ করেন।

ক্লাবটির আরও উন্নতি করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের দিকে কুষ্টিয়ার আড়ুয়াপাড়া ক্লাবটি দেখার জন্য যাওয়া হয়। উক্ত ক্লাবের ডাষ্টবিনে ফ্যামিলি প্লানিং ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (এফপিআইএ)-এর বাংলায় লেখা একটি পত্র পাওয়া যায়। ঐ ক্লাবের এক সদস্যের অনুমতি সাপেক্ষে পত্রটি এনে উক্ত সংস্থার নিকট একটি পত্র পাঠানো হয়। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা পূর্বে কোন যোগাযোগ ছাড়াই বেশ কয়েক কার্টুন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী হোম বাউন্ড সিপিং করপোরেশনের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি ক্লাবের অফিসে পৌঁছে দেন। এ অবস্থা দেখে সকল সদস্যর মধ্যে কাজের আগ্রহ ও উদ্দীপনা আরও বেড়ে যায় এবং সদস্যরা খুব গোপনে পরিবার পরিকল্পনা কাজ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে করে যান। গোপনে গোপনে কাজ করার কারণ, তখন প্রকাশ্যে পরিবার পরিকল্পনার কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। পরবর্তীতে তৎকালিন থানা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার জনাব আনোয়ারুজ্জামান-এর পরামর্শক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে ১৯৭৮ সালে ১৫ই আগস্ট এ সংগঠন নিবন্ধন লাভ করে এবং সেই বছরেই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে ৩,০০০/- টাকা অনুদান পাওয়া যায়। অনুদান পেয়ে সকলের মাঝে ব্যাপকভাবে কাজ করার সাড়া জেগে উঠে।

পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে মূল্যায়নের জন্য এক প্রতিনিধি দল আসেন। তাঁরা জানান "যে অনুদান দেয়া হয়েছে তা আর পরবর্তীতে দেয়া সম্ভব হবে না"। এর কারণ অনুদানটি শহর এলাকার জন্য ছিল। তাঁরা কাজের অগ্রগতি দেখে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। মূল্যায়ন টীম সান্তনা হিসেবে জানান, গ্রামাঞ্চলে কোন বিদেশী দাতা সংস্থা কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদের কাছে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন কথা তেমন কাজ! ১৯৮০ সালের দিকে "দি এশিয়া ফাউন্ডেশন"-এর নিকট থেকে একটি পত্র পাওয়া যায়। সেই পত্র অনুযায়ী যোগাযোগ করলে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার দেশী-বিদেশী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনে আসেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা নিজে একটি প্রজেক্ট প্রোপোজাল তৈরী করে দেন। যা' সরকারের জাতীয় কমিটি "এফপিসিভিও"-এর নিকট দাখিল করা হয় এবং বহু ঘুরাঘুরির পর ১,৫২,১০০/- টাকার বাজেট অনুমোদন পাওয়া যায়। এটা ছিল প্রতিষ্ঠানের জন্য চরম আশাতীত পাওনা। প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত সদস্য অধিক জনসংখ্যা রোধের প্রবক্তা এবং কেউ কেউ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর "ক্লায়েন্ট", তাদেরই কেউ আবার কর্মী হয়ে দাঁড়ান। মহিলা কর্মী না পাওয়ায় কেউ কেউ নিজ স্ত্রীকে মাঠে নামাতে বাধ্য হন। সদস্যরা সামান্য ভাতা নিয়ে সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পটি চালাতে থাকেন।

তৎকালিন মহকুমা প্রশাসক জনাব তৌফিক-ই-এলাহী-এর দেয়া কয়েক বান্ডিল টিন দিয়ে তৈরী ছাপড়া ঘরে প্রকল্পের কাজ চলতে থাকে। যে সকল সদস্য কর্মী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা মাটির ঘর পরিবর্তন করে পাকা ঘরের প্রস্তাব করেন। কিন্তু একটি পয়সাও জমা নেই। একমাত্র আয় বলতে সদস্যদের এক টাকা করে মাসিক চাঁদা। তাও আবার অভিভাবকের ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করা কোন দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রি করার টাকা। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত হয় যেহেতু এ প্রতিষ্ঠানটিতে আমরা কেউ চাকরি করবো এমন প্রত্যাশা স্বপ্নেও ভাবিনি তাই আমরা ভাতা হিসাবে যা পাবো তা ছয় মাস পর্যন্ত সংস্থায় জমা করবো এবং পরবর্তীতে বেতন/ভাতার ৫% করে অনুদান দিয়েই যাবো এবং প্রয়োজনে আরও দেবো। সেই মানসে আজকে প্রতিষ্ঠানের যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তা তারই ফসল। পরবর্তীতে জনাব ফরমান আলী প্রতিষ্ঠানের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ২.৫ শতক জমি দান করেন। উক্ত জমিতে কর্মীদের দানের টাকা দিয়ে একতলা ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়। তৎকালিন জেলা প্রশাসক জনাব এ কে এম ফজলুল হক মিঞা গৃহটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের বিনিময়ে সকল বাধা অতিক্রম করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

সূচীপত্র

১।	সম্মানিত কার্যনির্বাহী সদস্যদের তালিকা	০৪
২।	সম্মানিত সাধারণ সদস্যদের তালিকা	০৫
৩।	পটভূমি	০৭
৪।	স্বপ্ন	০৭
৫।	ব্রত বিবৃতি	০৭
৬।	মূল্যবোধ	০৭
৭।	অবস্থান	০৭
৮।	সংগঠনের আইনগত মর্যাদা	০৭
৯।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (ঋণ কার্যক্রম)	০৮
	● বছর ভিত্তিক উপকারভোগী, সঞ্চয়, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় বিবরণী	০৮
	● ঋণের খাত	০৯
	● ঋণ কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/সূচক	০৯
	● সদস্য কল্যাণ তহবিল	১০
১০।	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি	১১
১১।	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি	১৩
১২।	মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি	১৫
১৩।	প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি	১৬
১৪।	লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়া (LIFT)	১৭
	● উচ্চমূল্য মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ কর্মসূচি	১৭
	● ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কর্মসূচি	১৮
১৫।	উচ্চমুল্য মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ (হ্যাচারী)	২০
১৬।	ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের কৌলিকমান সংরক্ষণ ও প্রজনন (খামার)	২০
১৭।	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২২
১৮।	বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) প্রকল্প	২২
	● বিরোধ নিষ্পত্তি (সালিশ)	২২
	● বছর ভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তি	২৩
	● উপকারভোগীদের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিতরণ	২৪
১৯।	গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প	২৪
২০।	মামনি-মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প	২৫
২১।	সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-শিশুদের জন্য (আইসিডিপি-এসজে) টেকসইকরণ	২৫
২২।	গ্রন্থাগার কর্মসূচি	২৭
২৩।	স্বয়ম্ভরতা কর্মসূচি	২৭
২৪।	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচি	২৭
২৫।	প্রকল্প/কর্মসূচি ও দাতা সংস্থার নাম	২৮
২৬।	প্রধান ও শাখা কার্যালয়ের ঠিকানা	২৮

সম্মানিত কার্যনির্বাহী সদস্যদের তালিকা

মোঃ রমজান আলী
প্রেসিডেন্ট

মোঃ নুরুল ইসলাম
ভাইস-প্রেসিডেন্ট

ফরিদা আকতার
ভাইস-প্রেসিডেন্ট

মোঃ আমজাদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ

মুহঃ মোশাররফ হোসেন
সদস্য সচিব
(নির্বাহী পরিচালক)

মোঃ নফর আলী
নির্বাহী সদস্য

মোছাঃ রেহানা ইয়াসমিন
নির্বাহী সদস্য

মোছাঃ গুলশানারা খাতুন
নির্বাহী সদস্য

এ্যাডঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন
নির্বাহী সদস্য

সম্মানিত সাধারণ সদস্যগণের তালিকা

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

মুহঃ মোশাররফ হোসেন
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

মোঃ বাবুর আলী

মোঃ নফর আলী

মোঃ কাওছার আলী

মোছাঃ বুলবুল আরজুমান বানু

মোঃ রমজান আলী

মোছাঃ আসমা খানম

মোঃ আসাদ উদ-দৌলা শান্তি

মোঃ আমজাদ হোসেন

আহাম্মদ হোসেন

মোঃ সরোয়ার হোসেন

মোছাঃ গুলশানারা খাতুন

মোছাঃ হাজেরা বেগম

মোছাঃ রেহানা ইয়াসমিন

মোঃ রিয়াজুল করিম শেখ

সম্মানিত সাধারণ সদস্যগণের তালিকা

মোঃ মোজাম্মেল হক

মোঃ ফজলুল হক

মোঃ নুরুল ইসলাম

ফরিদা আকতার

মোছাঃ মাজকুরা খাতুন

মোছাঃ আজমী রেজয়ানা

মোছাঃ আল্পনা আক্তার

মোছাঃ জুলেখা বেগম

পটভূমি ঃ

মেহেরপুর জেলাধীন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পলাশীপাড়া গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবক সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠনটি (পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি) ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পলাশীপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে।

স্বপ্ন ঃ

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা আনন্দ ও মর্যাদার সাথে জীবনকে উপভোগ করবে।

ব্রত বিবৃতি ঃ

আমরা বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত ও সুবিধবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন, মানব উন্নয়ন এবং অধিকার ও সুশাসন প্রসঙ্গ বিবেচনা করে আমরা যা করি তা হলঃ

- সচেতনতা, শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহজাত সম্ভাবনাগুলি প্রস্ফুটিতকরণে সহায়তা করা;
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মাঝে শক্তিশালী সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা; এবং
- প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সহায়তা ও উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মূল্যবোধ ঃ

- স্বচ্ছতা
- ন্যায়
- মর্যাদা
- সম্পূর্ণতা

অবস্থান ঃ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় অবস্থিত। সংগঠনের কাজের সুবিধার্থে ৬২ টি শাখা কার্যালয়ঃ মেহেরপুর জেলার গাংনীতে-৮টি, মেহেরপুর সদরে-২টি ও মুজিবনগরে-৫টি; কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে-৩টি, ভেড়ামারায়-৩টি, মিরপুরে-৩টি ও কুষ্টিয়া সদরে-২টি, কুমারখালীতে-১টি, খোকসায়-১টি; চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গায়-৩টি, দামুড়হুদায়-২টি; ফরিদপুর সদর উপজেলায়-২টি, চরভদ্রাসনে-১টি, নগরকান্দায়-১টি, মধুখালীতে-১টি, বোয়ালমারীতে-১টি, আলফাডাঙ্গায়-১টি, সালথায়-১টি, ভাঙ্গায়-১টি, সদরপুরে-১টি; মাদারীপুর সদর উপজেলায়-১টি, কালকিনিতে-১টি, রাজৈরে-১টি, শিবচরে-১টি; ঝালকাঠি সদর উপজেলায়-১টি; শরিয়তপুর সদর উপজেলায়-২টি, নড়িয়ায়-১টি, জাজিরাতে-১টি, ভেদরগঞ্জে-১টি, ডামুড্যাতে-১টি, গোসাইরহাটে-১টি; মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায়-২টি, সাটুরিয়াতে-১টি, সিংগাইরে-১টি, শিবালয়ে-১টি, হরিরামপুরে-১টি ও দৌলতপুরে-১টি স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরাসরি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সংগঠনের আইনগত মর্যাদা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হতে নিবন্ধন প্রাপ্ত ঃ

সমাজ সেবা দপ্তর (স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা-নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ-অধ্যাদেশ, ১৯৬১) ঃ

কুষ্টিয়া-৬০/৭৬ — তারিখ ঃ আগষ্ট ২০, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর (স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা-নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ-অধ্যাদেশ, ১৯৬১) ঃ

এফ পি/কুষ/৭৮/১৩৪৯(৩২) — তারিখ ঃ আগষ্ট ১৫, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।

এন জি ও বিষয়ক ব্যুরো (বৈদেশিক সাহায্য-স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম-অধ্যাদেশ, ১৯৭৮) ঃ

ডি এস এস/এফ ডি ও/আর-১৫৭ — তারিখ ঃ এপ্রিল ১৮, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ঃ

এমআরএ-০৩১৬৪-০০৬০৬-০০০৬৯ — তারিখ ঃ নভেম্বর ২৯, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঃ

যুউঅ/মেহের-৬৪/২০০৯ — তারিখঃ জুলাই ১২, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঃ

টি আই এন	ঃ	১৩৬২৩৬৮৭৮৪০১	তারিখ ঃ জানুয়ারি ১৯, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ।
ভ্যাট	ঃ	১৪২০১০০৪১১৮	তারিখ ঃ নভেম্বর ১০, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ।
পি এফ	ঃ	১/আনু/আ:সা:/২০১৩-২০১৪/৮০৪	তারিখ ঃ জানুয়ারি ২০, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।
জি পি এফ	ঃ	১/আনু/আ:সা:/২০২০-২০২১/৪৫৪	তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (ঋণ কার্যক্রম)ঃ

দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে অত্র সংস্থা গ্রামীণ দরিদ্র, বিত্তহীন নারী ও পুরুষদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্নমূখী প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং আত্ম-কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে ব্যক্তিগত ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সমিতিভূক্ত করে থাকে।

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের দৈনন্দিন পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয় এবং সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য যৌথ চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে সঠিক সমাধান বের করার চেষ্টা করা হয়। সমিতিগুলিকে একক ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং সমিতিগুলি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে নিয়মিত সঞ্চয় আদায় করে থাকে। বর্তমান ১,৫৬৬ টি সমিতি রয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা ২৬,১৫১ জন। সমিতিগুলির সম্মিলিত সঞ্চয় মূলধন ১৪,২৬,০৪,০৫৬ টাকা মাত্র।

সংগঠিত সমিতিগুলিকে সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য সহজ পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান ২৬,১৫১ জন সদস্যর মধ্যে ২৩,৩৭৩ জন সদস্য ঋণ ব্যবহার করছে। এ বছর বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ২৪,৪৭৮ জন সদস্যকে প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ব্যবসা, পশুপালন, কৃষি ও শাক-সব্জি চাষ এর জন্য ৮০,৮৬,৭৪,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

বছর ভিত্তিক উপকারভোগী, সঞ্চয়, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় বিবরণীঃ

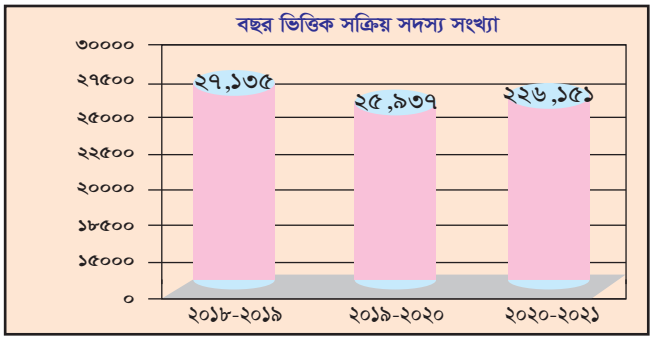

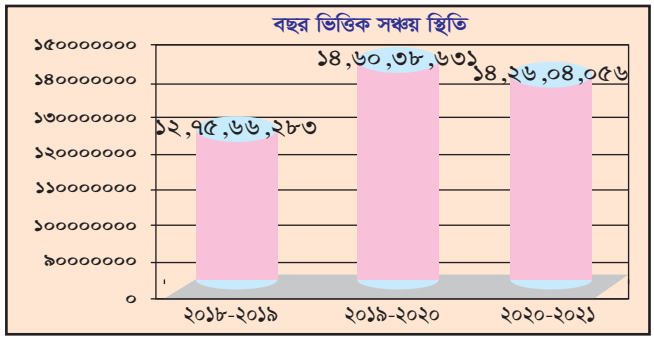

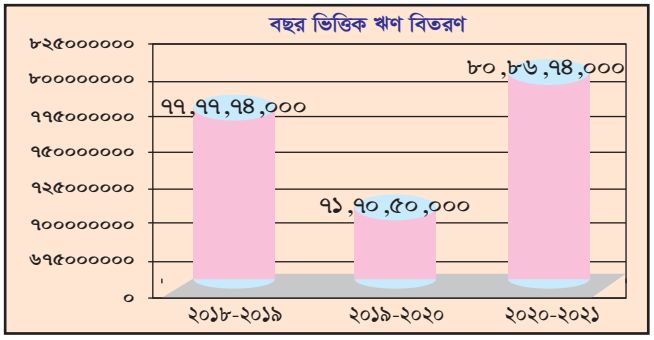

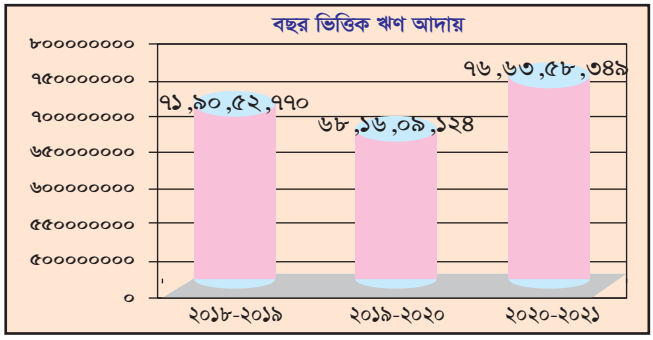

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

ঋণের খাতঃ

বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পের আওতায় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে যেমন- ১) জাগরণ, ২) অগ্রসর, ৩) বুনিয়াদ, ৪) সুফলন, ৫) আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, ৬) সম্পদ সৃষ্টি, ৭) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৮) লিফট ৯) অগ্রসর-এমডিপি ও ১০) এলআরএল।

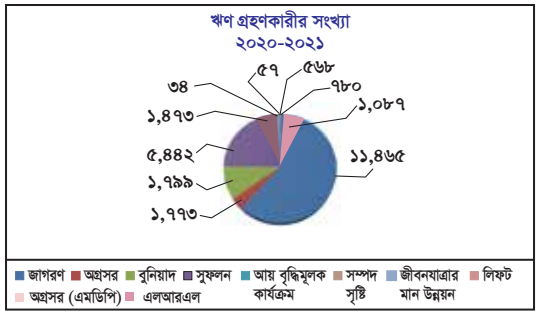

প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ গ্রহিতা ও ঋণ বিতরণ ঃ

প্রকল্পের নাম	সদস্য	ঋণের পরিমাণ
জাগরণ	১১,৪৬৫	৩৩,৬০,৯৬,০০০
অগ্রসর	১,৭৭৩	১৪,১৫,৫৭,০০০
বুনিয়াদ	১,৭৯৯	৩,৩৪,৯১,০০০
সুফলন	৫,৪৪২	১১,৭২,৪৯,০০০
আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	১,৪৭৩	৭,৬১,৯৭,০০০
সম্পদ সৃষ্টি	৩৪	৯,৮৪,০০০
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	৫৭	৫,৭০,০০০
লিফট	৫৬৮	১,৮৮,৮৬,০০০
অগ্রসর-এমডিপি	৭৮০	৫,৫৪,৬৭,০০০
এলআরএল	১,০৮৭	২,৮১,৭৭,০০০
মোট	২৪,৪৭৮	৮০,৮৬,৭৪,০০০

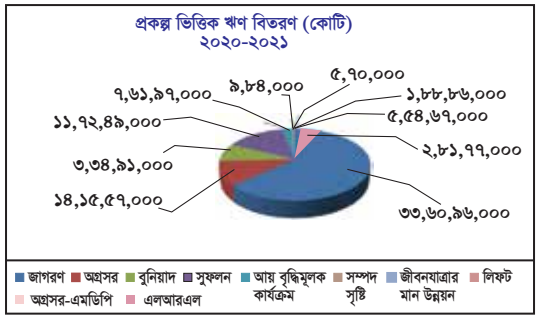

ঋণ কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/সূচকঃ

সূচক	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
শাখার সংখ্যা	২২	২২	২২
সমিতির সংখ্যা	১,৫৭৪	১,৫৯৩	১,৫৬৬
সমিতির গড় সদস্য	১৭	১৬	১৭
কর্মীর গড় সদস্য	২৫৪	২৫২	২৪০
মোট সদস্য সংখ্যা	২৭,১৩৫	২৫,৯৩৭	২৬,১৫১
মোট ঋণী সদস্য সংখ্যা	২৪,১৪৬	২৩,৮৯০	২৩,৩৭৩
ঋণ গ্রহিতার হার (%)	৮৯	৯২	৮৯
কর্মীর গড় ঋণী সদস্য	২২৬	২৩২	২১৪
সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	১২,৭৫,৬৬,২৮৩	১৪,৬০,৩৮,৬৩১	১৪,২৬,০৪,০৫৬
ঋণ বিতরণ (টাকা)	৭৭,৭৭,৭৪,০০০	৭১,৭০,৫০,০০০	৮০,৮৬,৭৪,০০০
ঋণ আদায়ের হার (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৯৮.৪৭	৯৮.৬৫	৯৯.৪১
ঋণ স্থিতি (টাকা)	৪৪,২০,৭৭,৯১৭	৪৭,৭৫,১৮,৭৯৩	৫১,৯৮,৩৪,৪৪৪
কর্মী প্রতি ঋণস্থিতি	৪১,৩১,৫৬৯	৪৬,৩৬,১০৫	৪৭,৬৯,১২৩
গড় ঋণ সাইজ	২৬,১৩৭	৩১,৯২১	৩৩,০৩৭
ডেবথ টু ক্যাপিটাল রেশিও	৪.৯৭ঃ১	৫.৭১ঃ১	৫.৭৬ঃ১
ক্যাপিটাল এ্যাডুকুইটেন্সি রেশিও	১৬.৭৫%	১৬.০১%	১৬.২৭%
কারেন্ট রেশিও	১.৮১ঃ১	১.৬৬ঃ১	১.৫৯ঃ১
লিকুইডিটি টু সেভিংস ডিপোজিট রেশিও	১০.১১%	১০.০৭%	১০.৩১%
ডেবথ সার্ভিস কভার রেশিও	১.০৬ঃ১	১.০২ঃ১	১.০৫ঃ১
রেট অব রিটার্ন অন ক্যাপিটাল	২৫.০৯%	১২.৭৮%	১১ঃ০৫%

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

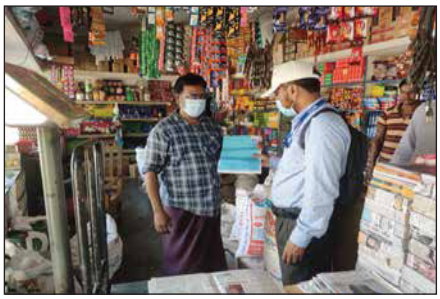

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

আত্ম-কর্ম সংস্থানে দলীয় সদস্য

সদস্য কল্যাণ তহবিলঃ

সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার মুক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যেন তাদের ভিতর হতাশা ও পুনরায় দরিদ্রতা ফিরে না আসে সেই লক্ষ্যে দলীয় সদস্যদের কল্যাণের জন্য "সদস্য কল্যাণ তহবিল" সৃষ্টি করা হয়। তহবিলের উদ্দেশ্য ঋণ গ্রহণের পর যদি কোন সদস্য বা তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে (আত্মহত্যা ব্যতীত) তাহলে ঐ সদস্যের নিকট যে পরিমাণ ঋণ পাওনা থাকবে (আসল) সেই পরিমাণ অর্থ "সদস্য কল্যাণ তহবিল" থেকে অনুদান হিসাবে প্রদান করে তার দায় পরিশোধ/সমন্বয় করা হয়ে থাকে। এছাড়াও যদি কোন সদস্য বা সদস্যর স্বামী বা সদস্যর অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের গুরুতর অসুস্থতার কারণে অপারেশনের প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে তাকে/তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সাথে সদস্যর কোন সন্তান যদি মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে বিবেচিত হয় তবে তার উচ্চ শিক্ষার জন্য এককালিন অনুদান/বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিবেচ্য বছরে ১৭৮ জন সদস্যকে মৃত্যুজনিত ৩৩,৭২,৫৯১/- টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। ১০ জন সদস্যকে ৬১,৭৯৮/- টাকার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

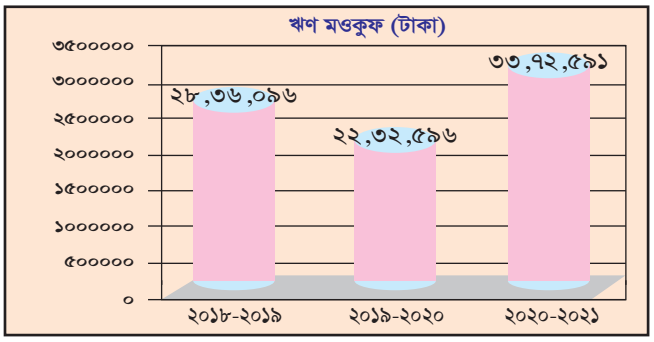

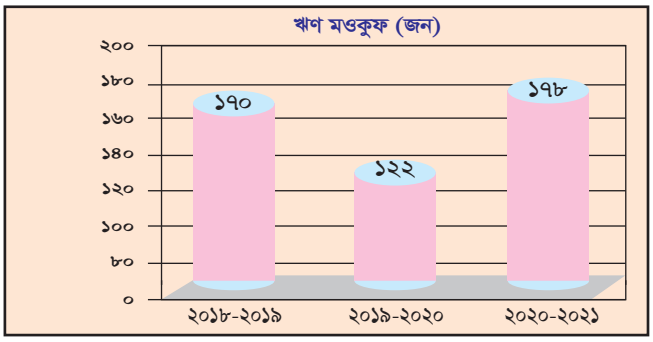

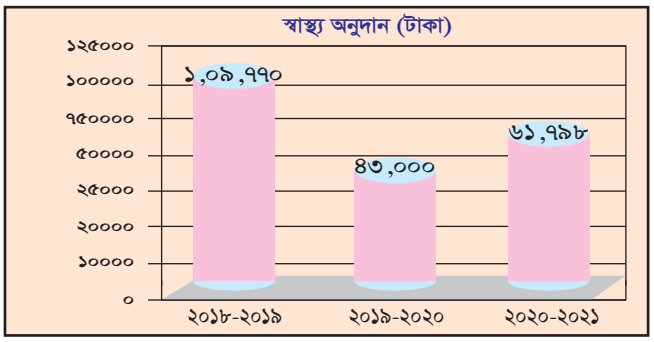

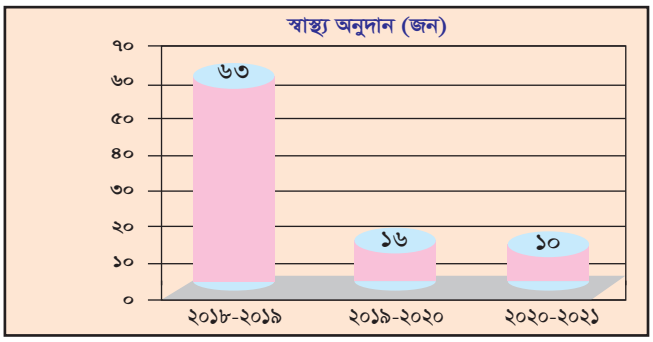

মৃত্যু জনিত অনুদান প্রদান

স্বাস্থ্য অনুদান প্রদান করা হচ্ছে

কোভিড-১৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা ও মাস্ক বিতরণ

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি ঃ

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচি যার নাম "সমৃদ্ধি"। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর সামগ্রীক দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করায় এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ অশিক্ষিত/স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় দিতে পারে না। ফলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে এবং অবশেষে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ারোধে শিশু শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের প্রতিদিনের পাঠ (সরকারী ছুটির দিন বাদে) প্রতিদিন বৈকালিক সময়ে শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করানো হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতিমাসে প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রে একটি করে অভিভাবক সভা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া রোধের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটানো, স্কুল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করা।

শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম		অর্জন
ক)	শিক্ষা কেন্দ্র	৪৫ টি
খ)	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১,১২৮ জন
গ)	অভিভাবক সভা/উপস্থিতির সংখ্যা	-

শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্কুলে সেশন পরিচালনা

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমঃ

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়নের অধিবাসীদের বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা। স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো ঃ

* মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অভিগম্যতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা;
* মা ও শিশুর অপুষ্টির হার হ্রাস করা;
* নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব ও নবজাতকের পরিচর্যার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং
* স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

কার্যক্রম	অর্জন
স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ঃ	
ক) স্ট্যাটিক ক্লিনিক/রোগী সংখ্যা	১১০৩ টি/৯৯২৭ জন
খ) স্যাটেলাইট ক্লিনিক/রোগী সংখ্যা	৫২ টি/১৫৯৬ জন
প্রসব পূর্ব সেবা ঃ	
ক) ANC 1	৮৭৮ টি/৮৭৮ জন
খ) ANC 2	৮৭৬ টি/৮৭৬ জন
গ) ANC 3	৬৭৪ টি/৬৭৪ জন
ঘ) ANC 4	৩৩৬ টি/৩৩৬ জন
প্রসূতী মায়ের সেবা ঃ	
ক) মায়ের প্রসব পরবর্তী সেবা ১	২১৩ টি/২১৩ জন
খ) মায়ের প্রসব পরবর্তী সেবা ২	২৯০ টি/২৯০ জন
নবজাতকের সেবা ঃ	
ক) নবজাতককে প্রসব পরবর্তী সেবা ১	২১৩ টি/২১৩ জন
খ) নবজাতককে প্রসব পরবর্তী সেবা ২	২৫৬ টি/২৫৬ জন
গ) শিশু (৪৩ দিন হতে ১৭ বছর পর্যন্ত)	২৩২৩ টি/২৩২৩ জন
ঘ) সাধারণ চিকিৎসা	৫০১০ টি/৫০১০ জন
ঙ) স্বাস্থ্য ক্যাম্প / রোগী সংখ্যা	২ টি/৪১০ জন
চ) চক্ষু ক্যাম্প / রোগী সংখ্যা (ছানি অপারেশন)	১ টি/২০৫ জন
ছ) স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয়	৪২৯৫ টি
জ) স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা আয়োজন	৪৫৬ টি/২৮১২ জন
ঝ) ডায়াবেটিস পরীক্ষা	২৩৫৫ টি/২৩৫৫ জন

স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা প্রদান

স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা প্রদান

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা প্রদান

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা প্রদান

ANC-1 সেবা প্রদান

ANC-2 সেবা প্রদান

নবজাতককে প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান-১

নবজাতককে প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান-২

সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদান

স্বাস্থ্য ক্যাম্প

চক্ষু ক্যাম্প

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা আয়োজন

ডায়াবেটিস পরীক্ষা

স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয়

উঠান বৈঠক

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উৎস কৃষি। দেশের জিডিপির একটি বড় অংশ যোগ হয় এই খাত থেকে। দেশের কৃষি উৎপাদন আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থার লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে কারিগরি সেবা ও নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	অর্জন
প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পদ্ধতি, ফলাফল, ব্লক প্রদর্শনী ইত্যাদি) ঃ	
ক) মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ট্রাইকো কম্পোষ্ট উৎপাদন	১৫ টি/১৫ জন
খ) প্রতিকূল পরিবেশ (বন্যা/খরা/লবনাক্ত) সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ধানের জাত প্রচলন	৮ টি/৮ জন
গ) প্রতিকূল পরিবেশ (বন্যা/খরা/লবনাক্ত) সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত প্রচলন	২০ টি/২০ জন
ঘ) পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ ক্লাস্টার	১৫ টি/১৫ জন
ঙ) নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব ক্লাস্টার	২৫ টি/২৫ জন
চ) উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি	৩ টি/৩ জন
ছ) গ্রীষ্মকালীন তরমুজ (বেবী তরমুজ) চাষ প্রদর্শনী	৪ টি/৪ জন
জ) উচ্চমূল্যের মসলা ফসল (চুইঝাল, বোম্বাই মরিচ, সাদা এলাচ, বোখরা, তেজপাতা) উৎপাদন	২ টি/২ জন
ঝ) আন্তঃফসল চাষ প্রদর্শনী	৫ টি/৫ জন
কৃষি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং মাঠ দিবস, কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ঃ	
ক) কৃষক প্রশিক্ষণ	৩ টি/৭৫ জন
খ) মাঠ দিবস	৩ টি/২২৫ জন
গ) কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র	৩ টি/১৮০ জন
ঘ) উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা	১ টি/১৫ জন
প্রযুক্তি সহায়ক উপকরণ বিতরণ ঃ	
ক) ফেরোমন লিউর	৪০০ টি/২৫ জন
খ) নিরাপদ আম উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগ	২০০০ টি/২ জন
গ) সবজি বীজ	৩০ টি/৩০ জন
প্রচার/প্রচারণা ঃ	
ক) বিলবোর্ড	১ টি
খ) প্রযুক্তি ভিত্তিক উপকরণ সাইনবোর্ড	২ টি

ট্রাইকো কম্পোস্ট

বিশেষ গুণসম্পন্ন নতুন ধানের জাত প্রচলন

উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসল জাত প্রচলন

পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ

নিরাপদ সবজি উৎপাদান হাব ক্লাস্টার

উচ্চমূলের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ (বেবী তরমুজ) চাষ প্রদর্শনী

উচ্চমূল্যের মসলা ফসল উৎপাদন

আন্তঃফসল চাষ প্রদর্শনী

নিরাপদ আম উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগ

কৃষক প্রশিক্ষণ

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র

মাঠ দিবস

প্রযুক্তিভিত্তিক উপকরণ সাইনবোর্ড

বিলবোর্ড

মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

নদী মাতৃক দেশ বাংলাদেশ। নদী ও খাল-বিলের নাব্যতা হারানোর সাথে সাথে প্রতিনিয়ত দেশীয় প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। এই বিপন্নের হাত থেকে রক্ষা ও দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহযোগিতা ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	অর্জন
প্রদর্শনী খামার ঃ	
ক) কার্প-মলা-মনোসেক্স/লাল তেলাপিয়া মিশ্র চাষ	১০ টি/১০ জন
খ) দেশী শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-কার্প মিশ্র চাষ	১০ টি/১০ জন
গ) কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ	২০ টি/২০ জন
ঘ) উচ্চ ম্যল্যের চিতল, আইড় ও শোল মাছের মিশ্রচাষ	৫ টি/৫ জন
ঙ) ভিয়েতনাম পাঙ্গাশ-কার্প মাছের মিশ্র চাষ	২০ টি/২০ জন
চ) নার্সারী পুকুর/পোনা চাষের উদ্যোক্তা তৈরী	১০ টি/১০ জন
ছ) ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ/বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ	৩ টি/৩ জন
জ) ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা তৈরী	৪ টি/৪ জন
সদস্য পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ	
ক) মাছ চাষ বিষয়ক সদস্য প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)	২ টি/৫০ জন
খ) মাঠ দিবস (সদস্য পর্যায়)	১ টি/৭৫ জন
অন্যান্য ঃ	
ক) তথ্য ভিত্তিক বিলবোর্ড	১ টি
খ) তথ্য ভিত্তিক সাইনবোর্ড	৪ টি

কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্রচাষ

দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা মিশ্রচাষ

কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ

উচ্চমূল্যের চিতল-আইড়-শোল-কার্প মিশ্রচাষ

ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মাছের মিশ্রচাষ

নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা ও পোনা চাষে উদ্যোক্তা সৃষ্টি

ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ/বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ

ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি

উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মাঠ দিবস

তথ্যভিত্তিক বিলবোর্ড

তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

দেশের আমিষের চাহিদার সিংহ ভাগ পূরণ হয় প্রাণিসম্পদ থেকে। কৃষি প্রধান এই দেশে গবাদি পশু-পাখি পালনের বিপুল সম্ভাবনা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এই আলোকে পিএসকেএস জনগোষ্ঠীকে সঠিক পদ্ধতি, কারিগরি সেবা ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
প্রদর্শনী খামার ঃ	
ক) নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ	২০ টি/২০ জন
খ) সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার/ সোনালী মুরগি/হাইব্রিড ব্রয়লার মুরগি পালন	২০ টি/২০ জন
গ) মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন/ ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল/জিনডিং জাতের হাঁস পালন	২০ টি/২০ জন
ঘ) বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন	৩৫ টি/৩৫ জন
ঙ) সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন	১০ টি/১০ জন
চ) রাজ হাসের প্রাকৃতিক হ্যাচারী	১০ টি/১০ জন
প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং মাঠ দিবস, পরামর্শ কেন্দ্র ঃ	
ক) লেয়ার/ব্রয়লার/সোনালী মুরগি বিষয়ক সদস্য প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)	২ টি/৫০ জন
খ) খামার দিবস (সদস্য পর্যায়ে)	২ টি/৫০ জন
প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক প্রচারণা ঃ	
ক) তথ্য ভিত্তিক বিলবোর্ড	১ টি
খ) তথ্য ভিত্তিক সাইনবোর্ড	১ টি
প্রযুক্তি সহায়তা (উপকরণ: টিকা, কৃমিনাশক বোলাস ইত্যাদি) ঃ	
ক) কৃমিনাশক বোলাস	১৬০০ টি
খ) এফএমডি (ক্ষুরা) রোগের টিকা	১২ টি
গ) পিপিআর রোগের টিকা	১৭ টি
ঘ) বিসিআরডিভি/আরডিভি (রাণীক্ষেত) রোগের টিকা	৩২ টি
ঙ) ডাক প্লেগ রোগের টিকা	১২ টি

নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ

সঠিক জীব নিরাপত্তায় সোনালী মুরগী পালন

মাংসের জন্য পেকিন জাতের হাঁস পালন

বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন

সমন্বিত পদ্ধতিতে কবুতর পালন

রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারী

টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান

প্রশিক্ষণ

খামার দিবস

তথ্যভিত্তিক বিলবোর্ড

তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড

তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড

লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়া (LIFT) ঃ

উচ্চমূল্য মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ কর্মসূচি ঃ

আমাদের দেশে দেশীয় মাছের জাতগুলি বিলুপ্তির পথে। পিএসকেএস পুষ্টি এবং আয়ের উৎস্য হিসেবে কৃষক পর্যায়ে জাতগুলি সংরক্ষণ এবং প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
লিফট-দেশী মাছ চাষ কর্মসূচি ঃ	
ক) মলা মাছের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন	৫ টি/৫ জন
খ) আইড়, টাকি, শোল ও গজার মিশ্রচাষ প্রদর্শনী	১৫ টি/১৫ জন
গ) ব্ল্যাক কার্প ও মহাশোলের মিশ্রচাষ প্রদর্শনী	৫ টি/৫ জন
ঘ) পনা মাছের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরী	১৫ টি/১৫ জন
প্রশিক্ষণ ঃ	
ক) মৎস্য প্রশিক্ষণ	২ টি/৫০ জন
খ) মাঠ দিবস	২ টি/১০০ জন

মলা মাছের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন

মলা মাছের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন

শোল টাকি মিশ্রচাষ

ব্ল্যাক কার্প মাছের চাষ

পোনা মাছের ব্যাবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরী

পোনা মাছের ব্যাবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরী

প্রশিক্ষণ

মাঠ দিবস

মাঠ দিবস

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কর্মসূচি ঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল একটি দেশীয় প্রজাতির ছাগল যা সমগ্র বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং ওড়িশায় পাওয়া যায়। মেহেরপুর এ জাতের ছাগলের জন্য বেশ পরিচিত। এই জাতটি সাধারণত রঙিন কালো রঙের তবে এটি বাদামি, সাদা বা ধূসর রঙেও পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আকারে ছোট তবে এর দেহের কাঠামো শক্ত। এর শিং ছোট এবং পা ছোট। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কেজি এবং একটি মহিলা ২০ থেকে ২৫ কেজি হয়। এটি দুধ উৎপাদনে দুর্বল। ফিডের চাহিদা কম এবং ছাগলছানা উৎপাদন উচ্চ হারের কারণে এটি বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অন্যান্য বংশের তুলনায় প্রথম বয়সে যৌন পরিপক্কতা অর্জন করে। স্ত্রী ছাগল বছরে দু'বার গর্ভবতী হয় এবং এক থেকে তিনটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এই জাতটি সহজেই যে কোনও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। এটি উচ্চমানের মাংস এবং ত্বক উৎপাদন করে।

এছাড়া হাঁস, মুরগী, গরু পালন, এদের খাবার, রোগ এবং রোগের চিকিৎসা, বানিজ্যিকভাবে হাঁস, মুরগী ও গরুর খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে মানুষ এখন ব্যাপকভাবে পারিবারিক পর্যায়ে এবং বানিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক হাঁস, মুরগী ও গরুর খামার তৈরী করছে। কিন্তু ছাগল পালন, এদের খাবার, রোগ এবং রোগের চিকিৎসা, বানিজ্যিকভাবে ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে এখনও সেরকম কোনও সফল গবেষণা সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে হয়নি। যে কারণে পারিবারিক পর্যায়ে একটি-দুটি ছাগল পালনই শুধু লাভজনক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে ছোট, মাঝারি বা বড় আকারে বানিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারী পর্যায়ে ছাগলের খামার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হলেও উদ্যোগগুলো সফলতার মুখ দেখেনি। সরকারী পর্যায়ে বিশাল আকারে এবং পর্যাপ্ত সুবিধাসম্বলিত ছাগলের খামার থাকলেও সেগুলো মোটেও লাভজনক নয় বরং ভর্তুকি দিয়ে চলছে।

পিএসকেএস পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থ সহযোগিতায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কর্মসূচীর আওতায় সংস্থার নিজস্ব খামারে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কৌলিকমান সংরক্ষণ ও প্রজনন এবং সদস্য পর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন জনপ্রিয় করতে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় পারিবারিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার স্থাপন করে দরিদ্র মানুষের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও প্রজননের সুযোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পদ্ধতি, ফলাফল ও ব্লক প্রদর্শনী ইত্যাদি) ঃ	
ক) ছাগী (বকরি/হাওলান/সেমি/হাইলন/ধারি) পালনকারী (বুনিয়াদ)	১০ টি/১০ জন
খ) ছাগী (বকরি/হাওলান/সেমি/হাইলন/ধারি) পালনকারী (জাগরণ)	২১ টি/২১ জন
গ) ছাগী (বকরি/হাওলান/সেমি/হাইলন/ধারি) পালনকারী (অগ্রসর)	৩ টি/৩ জন
ঘ) খাসি মোটাতাজাকরণ (অগ্রসর)	১ টি/১ জন
ঙ) বানিজ্যিক ঘাস উৎপাদন (জাগরণ)	৩ টি/৩ জন
ছাগল পালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা ঃ	
ক) সদস্য অনাবাসিক প্রশিক্ষণ	২ টি/৫০ জন
টিকা, ট্যাবলেট ও অন্যান্য ঃ	
ক) টিকা	১২ বার/২৩২০ টি
খ) কৃমিনাশক	৯৭৯ টি/২৬৭৫ টি

ছাগী পালনকারী (বুনিয়াদ)

ছাগী পালনকারী (বুনিয়াদ)

ছাগী পালনকারী (জাগরণ)

ছাগী পালনকারী (জাগরণ)

ছাগী পালনকারী (অগ্রসর)

ছাগী পালনকারী (অগ্রসর)

খাসি মোটাতাজাকরণ (অগ্রসর)

খাসি মোটাতাজাকরণ (অগ্রসর)

বানিজ্যিক ঘাস উৎপাদন (জাগরণ)

উপকরণ বিতরণ

প্রশিক্ষণ

টিকা ও কৃমিনাশন প্রদান

লিফটঃ উচ্চমূল্য মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের হ্যাচারী

আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সংস্থার সংগঠিত লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে কারিগরি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মৎস্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। দেশীয় প্রজাতির মাছ প্রায় বিলুপ্ত। বিলুপ্ত প্রজাতির মাছগুলির পোনা উৎপাদন করে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ঃ	
ক) কার্প ফ্যাটেনিং ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মিশ্রচাষ	৮৭.৫ কেজি
খ) শিং মাছ	১৬.৬ কেজি

দেশী মাছের হ্যাচারী

পোনা নার্সিং-এর জন্য স্থাপিত বিভিন্ন ডিচ

পোনা নার্সিং-এর জন্য স্থাপিত বিভিন্ন ডিচ

হ্যাচিং জার

হ্যাচিং ট্যাংক

মাছে ইঞ্জেকশন পুশ

কার্প ফ্যাটেনিং

শিং মাছ সংগ্রহ

মনোসেক্স তেলাপিয়া সংগ্রহ

ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের কৌলিকমান সংরক্ষণ ও প্রজনন খামার

দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল পালন একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাত। এই ছাগলের মাংস ও চামড়া অনন্য বলে স্বীকৃত। ব্যাকবেঙ্গল ছাগল বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী সহজেই তা লালন পালন করতে পারে। কিন্তু সঠিকভাবে পালন ও সংরক্ষণ না করার কারণে এই জাতটি ধীরে ধীরে তার বিশেষত্ব হারাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষে সংস্থার নিজস্ব ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল খামার স্থাপন করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- গুণগত মানসম্পন্ন প্যারেন্ট স্টক সংগ্রহ ও ছাগল উৎপাদন;
- উপকারভোগীকে প্যারেন্ট স্টক সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগী নির্বাচন এবং ছাগল পালনের জন্য উপকারভোগীর মাঁচা নিশ্চিতকরণ;
- উপকারভোগী পর্যায়ে উত্তম গুণাবলীর মা ছাগল সরবরাহ।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
ছাগল পালন ঃ	
ক) মা ছাগল	৩৬ টি
খ) বাচ্চা উৎপাদন	৪৩ টি
গ) পাঁঠা	৩৬ টি
গাভী পালন ঃ	
ক) গাভী	৩ টি
খ) বকনা বাছুর	১ টি
গ) এড়ে বাছুর (ক্রয়)	১ টি
ঘ) দুধ উৎপাদন	১১৬০ লিটার

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাসস্থান

ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের বাসস্থান

ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের জন্য নির্ধারিত চারণভূমি

বাচ্চা উৎপাদন

ছাগলের পরিচর্যা

গাভী পালন

দুধ উৎপাদান

গরু মোটাতাজাকরণ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

সাধারণত মানুষের গড় আয়ুর শেষ সময়কালকে বার্ধক্য বা প্রবীণকাল বলা হয়। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী অনুন্নত বিশ্বের জন্য ৬০ বছর বয়স ও তদুর্দ্ধ এবং উন্নত বিশ্বের জন্য ৬৫ বছর বয়স ও তদুর্দ্ধ বয়সীদের প্রবীণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য বাংলাদেশে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ৬০ বছরের নিচের অনেকে প্রবীণ হিসেবে গণ্য হন। বিশেষ করে আমাদের দেশের নারী জনগোষ্ঠীরা। এ সকল প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়-

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
ক) দুঃস্থ্য ও অতি দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বয়স্ক ভাতা প্রদান (বছরে ১২ বার)	৯,৭৭,৫০০ টাকা/১৭১ জন
খ) প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান	১,২২,০০০ টাকা/৬১ জন

বয়স্ক ভাতা প্রদান

বয়স্ক ভাতা প্রদান

বয়স্ক ভাতা প্রদান

মৃত সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

মৃত সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

মৃত সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) প্রকল্প ঃ

কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীকে আইন ও মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে নাবালক ও এতিম, যারা প্রয়োজনীয় অভিভাবকের অভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের এবং স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিত বা অবহেলিত ও পরিত্যক্ত নারীদের ভরণ-পোষণ, যৌতুক, তালাক, দেনমোহর, বহু বিবাহ ও নির্যাতন সম্পর্কিত বিরোধসমূহ সালিশ পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। এছাড়া ভূমিহীনদের সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমা, বন্দোবস্তকৃত ভূমি হতে উদ্ভুত মোকদ্দমা এবং নাবালক, বিধবা ও অসহায়দের স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যায় মামলা মোকদ্দমায় প্রচুর অর্থ ব্যয়, সময় নষ্ট/অপচয় এবং অযথা হয়রানি হয়ে থাকে। আর্থিক খরচের পাশাপাশি এটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই কোর্টের জটিলতা ও আর্থিক খরচ এড়িয়ে সালিশীর মাধ্যমে বিরোধসমূহ মীমাংসা/নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

বিরোধ নিষ্পত্তি (সালিশ)ঃ

৩৬ জন অভিযোগকারী তাঁদের ৭৭ টি বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি অফিসে আবেদন করেন। আইন উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং সালিশবর্গের উপস্থিতিতে ৩৩ টি বৈঠকের মাধ্যমে ২১ জনের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। ৩৩ টি সালিশ বৈঠকে ১২১ জন উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগকারীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিবাদী পক্ষগণের নিকট হতে ৩,৪২,০০০/- টাকা আদায় করে বাদীগণকে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	অর্জন
১) অভিযোগ গ্রহণ	৪৬ টি
২) অভিযোগ নিষ্পত্তি	
ক) সালিসের মাধ্যমে	২৯ টি
৩) সালিশ সংক্রান্ত	
ক) সালিস বৈঠক সংখ্যা/অংশগ্রহণকারী	৩৫ টি/৩১২ জন
খ) সালিসে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	৩,১০,০০০ টাকা
গ) সালিসের টাকা প্রদান	৩,১০,০০০ টাকা
৪) উপকারভোগীদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ	
ক) ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিতরণ	৩০ টি/১৫ জন

বছর ভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তিঃ

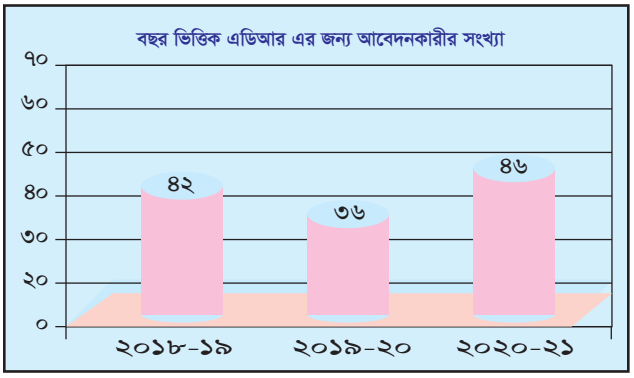

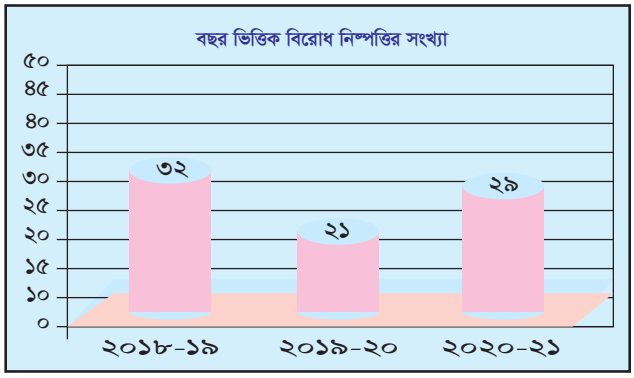

সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

সালিশের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা প্রদান

সালিশের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা প্রদান

সালিশের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা প্রদান

উপকারভোগীদের মধ্যে ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল বিতরণঃ

সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের অভিযোগকারীদের মধ্যে খুবই অসহায় এমন ১৫ জনকে বাছাই পূর্বক তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থে প্রত্যেককে ২ টি করে মোট ৩০ টি ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগী প্রদান করা হয়েছে।

উপকারভোগীদের মধ্যে ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল বিতরণ

উপকারভোগীদের মধ্যে ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল বিতরণ

উপকারভোগীদের মধ্যে ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল বিতরণ

গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প ঃ

মাঝপাড়া গ্রামটি ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত। গ্রামটি উপজেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় ভারত সীমান্ত ঘেষে অবস্থিত। গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে আছে। জরিপে জানা যায় (দিনমজুর-১৪৬, কৃষি-১৩৯, ব্যবসা-৩০, প্রবাসে চাকরি-১৬, ভ্যান চালক-৭, মহুরি পেশা-২, ড্রাইভার-২, সরকারি চাকুরি-৩, গ্রাম্য ডাক্তার-২, রাজমিস্ত্রি-৩, ছাগল পালন-৫, নির্ধারিত পেশা নাই-২৭ (মৌসুমী ধান, গম, আলু ইত্যাদি মাঠ থেকে কুড়ায়/সংগ্রহ করে)) ৩৮২ টি বিভিন্ন পেশার পরিবার আছে। ইহার মধ্যে ১৭৪ টি পরিবার দরিদ্র। গ্রামের অধিকাংশ পরিবার দরিদ্র এবং অনেক পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে না। গ্রামটিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ঃ

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম		অর্জন
ক)	স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন	৫০ টি/৫০ জন
খ)	ঘর নির্মাণ	৫ টি/৫ টি পরিবার

ঘর নির্মাণ

ঘর নির্মাণ

ঘর নির্মাণ

ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠান

ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠান

ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠান

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন

মামণি-মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউএসএআইডি'র মামণি-মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প (মামণি-এমএনসিএসপি) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাব-এ্যাওয়ার্ড হিসেবে ২০১৯ সালে আবারও সেভ দ্য চিলড্রেন এর গর্বিত সহযোগী সংস্থা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। পিএসকেএস ২০১৮ সালে ইউএসএআইডি'র মামণি-এমএনসিএসপি এর জন্য এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট দাখিল করে। বিভিন্ন ধাপ পার হওয়ার পর ২০১৯ সালের ১লা এপ্রিল প্রি-অথোরাইজেশান লেটার কার্যকর হয়। তবে, পিএসকেএস ২০১৯ সালের এপ্রিল ও মে মাসে স্টাফ নিয়োগ করে এবং জুন মাস থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফোকাল পারসনসহ সকল স্টাফকে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন এবং কম্প্লাইয়েন্স গাইডলাইন দিয়েছে। ওরিয়েন্টেশনের পর পিএসকেএস মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

মামণি-এমএনসিএসপি কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্পকে গ্রহণ করেছে। রূপকল্পটি হচ্ছে "এমন একটি বাংলাদেশ যে যেখানে কোন প্রতিরোধ্য কারণে কোন নবজাতকের মৃত্যু হবে না, নিথর জন্ম হবে না, যেখানে প্রতিটি গর্ভধারণ কাঙ্খিত, প্রতিটি জন্ম উৎযাপিত এবং নারী, নবজাতক এবং শিশুরা টিকে থাকে, সমৃদ্ধি লাভ করে ও পূর্ণ সম্ভবনায় বিকশিত হবে।" এবং ২০২২ সালের মধ্যে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৮/১,০০০ জীবিত জন্ম এবং মাতৃ মৃত্যুর হার ১২১/১০০,০০০ জীবিত জন্ম এই লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম		অর্জন
১.১ জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপযুক্ত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি যাতে তা রোগী-কেন্দ্রিক মা ও নবজাতক সেবা দিতে পারে		
১.১	প্রতিষ্ঠানে মাতৃ ও নবজাতক সেবার সূচকের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	১ টি
১.২	কোর মনিটরিং সূচক নিয়ে চার্ট/ টেবিল তৈরির উপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানবিদের প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ
১.৩	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য মাতৃ ও নবজাতকের যত্নের সূচক মনিটরিং জোরদারকরণ (তথ্য প্রদর্শন, ফেস্টুন ইত্যাদি)	১ টি
১.৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা	৬ টি
১.৫	জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা	৩ টি
১.৬	কার্যকরী তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া চালুর উদ্দেশে যৌথ পরিদর্শন ও ডকুমেন্টেশন।	১৯১ টি
১.৭	স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যৌথ ডিকিউএ পরির্দন	৯০ টি
১.৮	সকল জেলা হাসপাতালে/মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরী প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে	৯ টি
১.০৯	নির্বাচিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ের ফ্যাসিলিটি এবং স্থানীয় পর্যায় নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবায় সেবাদানকারীদেও সার্বিক সহযোগিতা করা এবং সকল প্রকার সরবরাহ নিশ্চিত করা	৫০ টি
১.১০	নবজাতক এরিয়ার ব্যবস্থার জন্য টেবিল তৈরী	১ টি
১.১১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে	২৪ টি
১.১২	মিডওয়াইফ নিয়োগের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের জরুরী গ্যাপ পূরণ করা	১১ টি
১.১৩	পিএসকেএস এর মাইক্রো-ক্রেডিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলা এলাকায় গর্ভবতী মা চিহ্নিতকরণ/রেজিস্ট্রেশন	২ টি

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম		অর্জন
২ মা ও নবজাতকের সেবা ও মানসম্মত সেবা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন		
২.১	জাতীয় গাইডলাইন অনুসরণ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কিউআই কমিটি গঠন/ সংস্কার করা এবং সঠিক ডকুমেন্টেশনসহ কিউআই কমিটি মিটিং নিয়মিত অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করা।	৯৩ টি
২.২	নতুন মামনি জেলায় ক্লিনিক্যাল এন্ড অপারেশনাল এমএনএইচ-কিউআই বান্ডেল এর বিস্তার ঘটানো	১ টি
৩ মা ও শিশুর পরিচর্যার ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চার অধিগমত্য ও চাহিদার টেকসই উন্নয়ন		
৩.১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অবহিতকরণ	১৩ টি
৩.২	সিএসসিপি'দের মাসিক মিটিংয়ে সন্মুখ ভাগের স্টাফদের প্রশিক্ষণ (এইচএ, সিএসসিপি, এফডব্লিউএ)	৭ টি
৩.৩	CSG/CG মিটিংয়ে CHCP এর মাধ্যমে কমিউনিটি মাইক্রো-প্লানিং সম্পর্কে CG/CSG সদস্যদের অবহিতকরণ	১৯ টি
৩.৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্ন অংশীজনের সভার মাধ্যমে সেবা বঞ্চিত এলাকায় মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ	৩৩ টি
৪ মা ও নবজাতক পরিচর্যার জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও বিস্তার ঘটানো		
৪.১	জাতীয় কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান ও অংশগ্রহণ করা (যেমন নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ইত্যাদি)	৫ টি

মাতৃ ও নবজাতকের সেবা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

মাতৃ ও নবজাতকের সেবা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা

উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মশালা

জেলা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির সভা

এমএনসিএসপি সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ

চার্ট/ টেবিল তৈরির উপর প্রশিক্ষণ

মাসিক সমন্বয় ও মতবিনিময় সভা

সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-শিশুদের জন্য (আইসিডিপি-এসজে) - টেকসইকরণ কর্মসূচি ঃ

প্রারম্ভিক উদ্দীপনা (গর্ভ থেকে তিন বছর বয়স)ঃ

গর্ভ থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ কর্মসূচিটি সরকারী কমিউনিটি ক্লিনিকের সমন্বয়ে কাজ করছে যেখানে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর যত্ন এবং গর্ভবতী মায়েদের যত্ন বিষয়ক বার্তা প্রদান করে যাতে শিশুর মেধা বিকাশে সহায়ক হয়। এছাড়াও সংস্থা দুটি ইউনিয়নে ৫টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ইসিডি কর্ণার স্থাপন ও বাড়ি পরিদর্শনে সহায়তা করছে। মায়েদেরকে কাউন্সিলিং-এর সাথে সাথে আমার বাড়ি, আমার জগত এবং শিশু বিকাশ কার্ড প্রদান করা হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে ৫+ বয়সী সকল শিশুর জন্য একবছর ব্যাপি শিশুর যত্ন ও বিকাশ কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। শিশুদের জন্য প্রকল্প বিভিন্ন শিখন উপকরণের মাধ্যমে একটি আনন্দঘন পরিবেশে শিশুর মেধা, সামাজিক, শারিরীক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ৪৫ টি (গাংনী ২৪ টি এবং মুজিবনগরে ২১ টি) প্রাক প্রাথমিকে ২২৫ জন শিশুর জন্য সহযোগিতা দিচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি কেন্দ্রীক।

মৌলিক শিক্ষাঃ

প্রাথমিক বিদ্যায়লয়ে শিখন বান্ধব পরিবেশ ও শ্রেণী ভিত্তিক শিখন ফল অর্জনই মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য। তাছাড়াও, বিদ্যালয় হতে শিশু ঝড়ে পড়ার হার রোধ, বিদ্যালয়ে শিশু উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ অন্যতম কাজ। বিদ্যালয় থেকে শিশু ঝড়ে পড়া রোধ ও বিদ্যালয়ে শিশু উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সাথে কর্ম-কৌশল নির্ধারণ ও স্থানীয়ভাবে সমাধানের পথ সৃষ্টি করাও মৌলিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের বাংলা ও গণিতের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা করে।

	কার্যক্রম	মন্তব্য
১	শিক্ষা কেন্দ্র	৪৫ টি
২	মোট শিশু	৯০৩ শিশু

নিরাপদ পানিঃ

যে সকল এলাকায় আর্সেনিকের প্রকোপ রয়েছে সে এলাকার শিশুদের পরিস্কার নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে ৩২ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা চলমান আছে।

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

কৈশোর উন্নয়নঃ

১০ টি কৈশোর কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে ১২-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে একটি করে দল/কমিটি গঠন করা হয়। দল/কমিটি মাসে একবার মিলিত হয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জ্ঞান চর্চা, খেলা-ধুলা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করে। দলগুলো সমাজের সহযোগী হিসেবে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করে থাকে।

শিশু সুরক্ষাঃ

শিশুদের জন্য প্রকল্প শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। শিশু বিবাহের মত সামাজিক সমস্যাকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে উঠান বৈঠক , বিয়ে উপযুক্ত পাত্র এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে শিশু সুরক্ষা কর্মসূচির সমন্বয় করা।

শিশু অধিকারঃ

শিশু অধিকার রক্ষার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত এনসিটিএফ কমিটিকে কৌশলগত ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। যেমন-নিয়মিত সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। তাছাড়াও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে এনসিটিএফ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা।

গ্রন্থাগার কর্মসূচি ঃ

মানবিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো এবং নৈতিক জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সাথে গাংনী উপজেলায় একটি পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় আগ্রহী পাঠকগণ পাঠাগারের বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র পত্রিকা পড়ে জ্ঞান অর্জন করছে। বর্তমানে এ বিভাগে বই-পুস্তকের সংখ্যা ৪,৩২৫ খানা।

স্বয়ম্ভরতা কর্মসূচি ঃ

দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সংগঠনের নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠনকে আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে সংস্থা আয়মুখী কার্যক্রম হিসেবে একটি হাসকিং মিল পরিচালনা করছে এবং ০.৯২ একর আবাদি ও ০.৭২ একর আবাসিক জমি ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পলাশীপাড়া গ্রামে একটি দ্বিতল নিজস্ব অফিস ভবন রয়েছে। এ ছাড়াও গাংনী উপজেলা সদরে (বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে) সংস্থার নিজস্ব আয় থেকে দু'টি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়

গাংনী শাখা কার্যালয়

পলাশীপাড়া শাখা কার্যালয়

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসুচি ঃ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) ১৯৭০ সাল হতে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সাল হতে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন, মাস্ক বিতরণ, হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ ইত্যাদি। এছাড়াও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা করা হয়। মেহেরপুর স্থানীয় সমাজ সেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে দুস্থ্য ও এতিমদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা এবং ১৮ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্রয় করে ৫ টি জেলা প্রশাসক, মেহেরপুরকে হস্তান্তর ও ১৩ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করে প্রতিনিয়ত গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অক্সিজেন ঘাটতি রোগীকে সরবরাহ করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিয়ত কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে দলের সদস্য ও জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।

হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন

জেলা প্রশাসকের নিকট অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর

কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ

প্রকল্প/কর্মসূচী ও দাতা সংস্থার নাম ঃ

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচি'র নাম	দাতা সংস্থার নাম	কার্যক্রম আওতাভূক্ত উপজেলা ও জেলার নাম
০১	কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (ঋণ কার্যক্রম)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলা এবং কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর উপজেলা ও সদর উপজেলা।
০২	সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা।
০৩	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
০৪	মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
০৫	প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
০৬	লিফটঃ উচ্চমূল্য মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
০৭	লিফটঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
০৮	উচ্চমূল্য মানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ (হ্যাচারী)	সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
০৯	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কৌলিকমান সংরক্ষণ ও প্রজনন খামার	সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
১০	প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	মেহেরপুর জেলার গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা।
১১	বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা।
১২	গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলা।
১৩	মামণি-মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প (মামণি-এমএনসিএসপি)	সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল	ফরিদপুর জেলার সদর, চরভদ্রাসন, নগরকান্দা, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, সালথা, ভাঙ্গা ও সদরপুর উপজেলা; মাদারীপুর জেলার সদর, কালকিনি, রাজৈর ও শিবচর উপজেলা ও কুষ্টিয়া জেলার সদর, মিরপুর, দৌলতপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা; ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা, শরিয়তপুর জেলার সদর, নড়িয়া, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা ও গোসাইরহাট উপজেলা; মানিকগঞ্জ জেলার সদর, সাটুরিয়া, সিংগাইর, শিবালয়, হরিরামপুর এবং দৌলতপুর উপজেলা।
১৪	সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-শিশুদের জন্য (আইসিডিপি-এসজে) টেকসইকরণ	সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে	মেহেরপুর জেলা।
১৫	গ্রন্থাগার কর্মসূচি	সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
১৬	স্বয়ম্ভরতা কর্মসূচি	সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা।
১৭	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচি	সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে	মেহেরপুর জেলা।

প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)

প্রধান কার্যালয়

ডাকঘর-গাংনী, পোষ্ট কোড-৭১১০, উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর
ফোন: ০৭৯২২-৭৫০৪৬, ই-মেইল: psksmeherpur@gmail.com. Website: www.psks-gm.org

শাখা কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
পলাশীপাড়া শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
পলাশীপাড়া, ডাকঘর- পলাশীপাড়া, পোস্ট কোড-৭১১০
উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বামুন্দি শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
বামুন্দি, ডাকঘর-বামন্দি, পোস্ট কোড-৭১১০
উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কাজিপুর শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
হাড়াভাঙ্গা, পোষ্ট-হাড়াভাঙ্গা
উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
গাংনী শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
গাংনী, ডাকঘর-গাংনী, পোস্ট কোড-৭১১০
উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কাথুলী শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
গাড়াবাড়িয়া, পোস্ট-কাথুলী
উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
গোপালনগর শাখা
সমৃদ্ধি ইউনিট-২
গোপালনগর, ডাকঘর- কেদারগঞ্জ-৭১০০
উপজেলা- মুজিবনগর, জেলা- মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কোমরপুর শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
কোমরপুর বাজার, ডাকঘর-মহাজনপুর, পোস্ট কোড-৭১০০
উপজেলা- মুজিবনগর, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মোনাখালী শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
মোনাখালী (মধ্যপাড়া), ডাকঘর- দারিয়াপুর-৭১০০
উপজেলা- মুজিবনগর, জেলা- মেহেরপুর।

শাখা কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মেহেরপুর শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
মহিলা কলেজ রোড, মেহেরপুর
ডাকঘর ও উপজেলা-মেহেরপুর, জেলা-মেহেরপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
পলাশীপাড়া শাখা
সমৃদ্ধি ইউনিট-১
পলাশীপাড়া, ডাকঘর- পলাশীপাড়া, পোস্ট কোড-৭১১০
উপজেলা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কল্যাণপুর শাখা
সমৃদ্ধি ইউনিট-২
কল্যাণপুর উত্তরপাড়া, ডাকঘর- করমদি, পোস্ট কোড-৭১১০
উপজেলা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
করমদি শাখা
সমৃদ্ধি ইউনিট-৩
করমদি, ডাকঘর- করমদি, পোস্ট কোড-৭১১০
উপজেলা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মুজিবনগর শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
বিদ্যাধরপুর, ডাকঘর-দারিয়াপুর, পোস্ট কোড-৭১০০
উপজেলা-মুজিবনগর, জেলা-মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মোনাখালী শাখা
সমৃদ্ধি ইউনিট-১
মোনাখালী (মধ্যপাড়া), ডাকঘর- দারিয়াপুর-৭১০০
উপজেলা- মুজিবনগর, জেলা- মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বারাদী শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
বারাদী বাজার, ডাকঘর-বারাদী, পোস্ট কোড-৭১০০
উপজেলা ও জেলা- মেহেরপুর

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
দামুড়হুদা শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
দামুড়হুদা, ডাকঘর ও উপজেলা- দামুড়হুদা
জেলা- দামুড়হুদা।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
আলমডাঙ্গা শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
ষ্টেশন রোড, ডাকঘর আলমডাঙ্গা-৭২১০
উপজেলা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মুন্সিগঞ্জ শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
পিটিআই মোড়, ডাকঘর-নীলমণিগঞ্জ পোস্ট কোড-৭২২১
উপজেলা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
প্রাগপুর শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
প্রাগপুর, ডাকঘর- প্রাগপুর
উপজেলা-দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ভেড়ামারা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
উপজেলা- ভেড়ামারা, জেলা-কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
সাতবাড়ীয়া শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
মধ্যসাতবাড়ীয়া, ভেড়ামারা, ডাকঘর- সাতবাড়ীয়া ৭০৪০
উপজেলা- ভেড়ামারা, জেলা-কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
আটমাইল শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
আমকাঠালিয়া, ডাকঘর- বারুইপাড়া, পোস্ট কোড-৭০৩০
উপজেলা- মিরপুর, জেলা-কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মিরপুর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- মিরপুর, জেলা- কুষ্টিয়া।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কুমারখালী উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
উপজেলা- কুমারখালী, জেলা- কুষ্টিয়া।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
রিজিয়ন অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
২৯ এআর সিটি সেন্টার, হাজরাতলা,
গোয়ালচামট, ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ফরিদপুর জেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, ঝিলটুলী,
উপজেলা- ফরিদপুর সদর, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
হাটবোয়ালীয়া শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
নগরবোয়ালিয়া, ডাকঘর- হাটবোয়ালিয়া, পোস্ট কোড-৭২১০
উপজেলা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
চন্দ্রবাস শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
কার্পাসডাঙ্গা, ডাকঘর- কার্পাসডাঙ্গা, পোস্ট কোড-৭২২১
উপজেলা- দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
হোসেনাবাদ শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
তারাগুনিয়া থানা মোড়, ডাকঘর- তারাগুনিয়া, পোষ্ট কোড-৭০৫০
উপজেলা-দৌলতপুর , জেলা- কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
দৌলতপুর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
উপজেল-দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
গোলাপনগর শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
গোপীনাথপুর, ডাকঘর- গোলাপনগর
উপজেলা- ভেড়ামারা, জেলা- কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ফুলবাড়ীয়া শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
মিরপুর বাজার রোড, ডাকঘর- মিরপুর, পোস্ট কোড-৭০৩০
উপজেলা- মিরপুর জেলা- কুষ্টিয়া

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বারখাদা শাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি
ত্রিমহনী, ডাকঘর-জুগিয়া, কোড-৭০০০
উপজেলা- কুষ্টিয়া সদর, জেলা- কুষ্টিয়া।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কুষ্টিয়া জেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
২২, সতীশ চন্দ্র সাহা লেন,
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
খোকসা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- খোকসা, জেলা- কুষ্টিয়া।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
সালথা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
সালথা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- সালথা, জেলা- কুষ্টিয়া।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ভাঙ্গা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- ভাঙ্গা, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
নগরকান্দা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- নগরকান্দা, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মধুখালী উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- মধুখালী, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মাদারীপুর জেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
উপ-পরিচালকের কার্যালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
কুকরাইল, মাদারীপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
শিবচর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- শিবচর, জেলা-মাদারীপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
কালকিনি উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- কালকিনি, জেলা-মাদারীপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
শরিয়তপুর জেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
জহুরা মঞ্জিল (পুলিশ লাইনের বিপরীতে), হোল্ডিং নম্বর: ৫৮৩,
ইউনিট নম্বর: ২০৩ (ফার্স্ট ফ্লোর), সদর রোড, শরীয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
পালং সদর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
জহুরা মঞ্জিল (পুলিশ লাইনের বিপরীতে), হোল্ডিং নম্বর: ৫৮৩,
ইউনিট নম্বর: ২০৩ (ফার্স্ট ফ্লোর), সদর রোড, শরীয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ভেদরগঞ্জ উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- ভেদরগঞ্জ, জেলা- শরীয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
গোসাইরহাট উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
গোসাইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- গোসাইরহাট, জেলা- শরীয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
চরভদ্রাসন উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- চরভদ্রাসন, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বোয়ালমারী উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- বোয়ালমারী, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
আলফাডাঙ্গা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- আলফাডাঙ্গা, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
সদরপুর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
সদরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- সদরপুর, জেলা- ফরিদপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
রাজৈর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- রাজৈর, জেলা-মাদারীপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ঝালকাঠি জেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
সিভিল সার্জন-এর কার্যালয়
উপজেলা- ঝালকাঠি সদর, জেলা- ঝালকাঠি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
নড়িয়া উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়,
উপজেলা- নড়িয়া, জেলা- শরিয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
জাজিরা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- জাজিরা, জেলা- শরিয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
ডামুড্যা উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
ডামুড্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- ডামুড্যা, জেলা- শরিয়তপুর।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মানিকগঞ্জ জেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল
উপজেলা- মানিকগঞ্জ সদর, জেলা- মানিকগঞ্জ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল,
উপজেলা- মানিকগঞ্জ সদর, জেলা- মানিকগঞ্জ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
সাটুরিয়া উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- সাটুরিয়া, জেলা- মানিকগঞ্জ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
সিংগাইর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- সিংগাইর, জেলা- মানিকগঞ্জ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
শিবালয় উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
শিবালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- শিবালয়, জেলা- মানিকগঞ্জ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
হরিরামপুর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
হরিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- হরিরামপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
দৌলতপুর উপজেলা অফিস
মামণি মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
উপজেলা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ।